OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 652 - 657
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কৃষিপরাশরে বৃক্ষায়ুর্বেদ

ড. অভীক ত্রিপাঠী
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রডঙ্গল
Email ID: aviktripathy9@gmail.com
0009-0003-9505-035x

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Krishi Vidya, Parashara, Krishi Parashara, Ayurveda, Vrikshayurveda, Parashana Samhita, Krishti Khandahs Krishighandak, Khanan Vachan.

Abstract

In ancient Indian Ayurveda reached an amazing height. The Ayurveda Scriptures are divided into 8 parties, so it is also called the 'Ashtanga Ayurveda'. However, Outside these original 8 parts of Ayurveda also divided into some brach of Ayurveda, called Branch Ayurveda.

Vringshayurveda is also one of them. Original meaning or infact, the meaning of the wond 'Ayurveda' is 'Life Science'. Similarly, the word 'Vrigshayurveda' means 'Plant Science' or. 'Botany' Although there is not much Literature on Vrikshayurveda, But some relevant information is available about it.

One Such path is 'Krishi Para shar'. Judging from a Modern Perspective, if botany and Agriculture are two separate Subjects, but at that time, these subjectss Coexisted together Under the Name 'Vrikshayurveda'? infact, the so-called proximity of the material wonld and the Conscious world and the physical characteristics of the plant world are known only from 'Vrikshayurveda'.

'Worms are parasites? Although there is no direct Connection between Botany and Agriculture. But in Botany, Plants are taken case for flowers bloom, fruites bear fruit. And spring Birds adorn gardens, Similarly in Agriculture, crops and Vegetables also grown, which are Very useful for human Life, are necessary.

Our Country India is an agricultural Country. It was no different in ancient India. The evidence of the height at which agricultural thinking had. reached in India at that time is described in detail in this Book. This book is focused on 243 main Verses, with two partes- 'Vrishtikhandah' and 'Krishi Khandah'. In this book, Parashar is not teaching us the rules of farming, but rather explaining the greatness of agriculture.

In fact, in this book, he explains that agriculture is the foundation of our Livelihood.

Almost nothing about the main the says tasks, the entire agricultural cycle, such as ploughing the Soil, irrigating it, how to harvest thresh and Sort the crops, and how to make grain Silos. With amazingly beautiful narration,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

he takes the reader down to two other areas-recognizing the Clouds and what the duties of the farmer and the householder should be after the harvest.

That is, he is Teaching or educating. about the importance of relatively less Common, deeper topics. In this book, Parashar is not Teaching us the rules of farming, but rather explaining the greatness of agriculture.

In fact, in this book, he explains that agriculture is the foundation of our Livelihood. Almost nothing about the main he says tasys, the entire agricultural cycle, such as ploughing the Soil, irrigating it, how to harvest thresh and sort the crops, and how to make grain Silos. With amazingly beautiful nannation, he takes the reader down to two other areas. recognizing the Clouds and what the duties of the farmer and the householder should be after the harvest.

That is, he is Teaching or educating, about the importance of relatively less Common, deeper topics.

Discussion

ভূমিকা : আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃত ও ততটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই ভাষায় বেদ-পুরাণ-উপনিষদসহ এমন কোন বিষয় নেই যা রচিত হয়নি। এই সুবিশাল জ্ঞানরাশির অনেক অমূল্য সম্পদ-ই আজ কালের নিয়মে হারিয়ে গেলেও বহু মূল্যবান সম্পদ উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে আয়ুর্বেদ। এই আয়ুর্বেদেরই একটি বিশেষ শাখা বৃক্ষায়ুর্বেদ, যাতে উদ্ভিদজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই শাখা আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব সম্পকেই অবহিত নন। মূলতঃ তথাকথিত জড়জগৎ ও চেতন জগতের সান্নিধ্য এবং উদ্ভিদ জগতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বৃক্ষায়ুর্বেদ থেকে জানা যায়।

'বৃক্ষায়ুর্বেদ' - কথাটির আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় – বৃক্ষ + আয়ুর্বেদ = বৃক্ষায়ুর্বেদ। অর্থাৎ বৃক্ষের জন্য যে আয়ুর্বেদ, তাই হল 'বৃক্ষায়ুর্বেদ'। বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, তাদেরও যে অনুভব ক্ষমতা আছে, তারাও খাদ্য গ্রহন করে, শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে, দিনের শেষে তারাও যে বিশ্রাম গ্রহণ করে একথা আজকের আবিষ্কার নয়, বহু পূর্বে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ অথর্ববেদেই উল্লেখ আছে –

"অস্থূর্বৃক্ষা ঊর্ধ্বস্ব প্রাস্তিষ্ঠাৎ।" (অথর্ববেদ ১.১.৪)

বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের আধিক্য না থাকলেও মহর্ষি পরাশর রচিত 'পরাশরসংহিতার', 'কৃষিপরাশরঃ' অংশটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও কৃষিকার্যে ও উদ্ভিদেরই পরিচর্যা করা হয়। উদ্যানে যেমন- ফল, ফুল ফলে, বাহারি গাছেরা শোভাবৃদ্ধি করে, তেমনি কৃষিক্ষেত্রেও শস্যাদি, শাকসব্জি ফলে যা মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

গ্রন্থকারের পরিচিতি : প্রাচীন ভারতীয় কৃষিবিদ্যায় 'কৃষি পরাশরঃ'-র ভূমিকা যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তা বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থের রচয়িতা মহর্ষি পরাশর সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল- মহর্ষি শক্তির পুত্র ও মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র ছিলেন পরাশর। তাঁর পুত্র বেদব্যাস। অল্প বয়সে মহর্ষি পরাশরের পিতৃবিয়োগ হয়। ছোটোবেলা থেকে পিতামহ বশিষ্ঠই তাকে কোলেপিঠে মানুষ করেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি যেমন সু-বক্তা হিসেবে তৎকালীন সময়ে সু-পরিচিত ছিলেন, তেমনি সু-লেখক হিসেবেও তৎকালীন সু-প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'পরাশর সংহিতা' গ্রন্থটি আজও বিস্মিত করে সবাইকে। বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই গ্রন্থে। বস্তুতঃ 'পরাশরসংহিতা' একটি কোশগ্রন্থ। এই গ্রন্থের যে অংশটি আজও বিশেষভাবে আলোচিত তা হল কৃষিবিষয়ক অংশটি। আমাদের আলোচিত বিষয়ও বস্তুতঃ তাঁর সেই কৃষিবিষয়ক অংশটি যা 'কৃষি পরাশরঃ' নামে খ্যাত।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বর্তমান কৃষিব্যাবস্থা যে কতটা উন্নত সে কথা সবারই জানা, কিন্তু প্রাচীন ভারতের কৃষিবিষয়ক চিন্তাভাবনা যে কতখানি উচ্চতায় পৌঁছেছিল, তার প্রমান এই গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মূলতঃ উদ্ভিদ বিষয়ে তথা কৃষিবিষয়ে আগ্রহ থাকার কারনে বইটিকে সংগ্রহ করি। প্রথম থেকেই জানার ইচ্ছে ছিল, কৌতুহল ছিল, আগ্রহ ছিল-কী আছে এই বইতে? যতদূর জানি, পরাসর একজন জ্ঞানী ঋষি, বহু প্রাচীন কালের ঋষি। কী বলছেন তিনি কৃষিকাজ বিষয়ে? ছোট গ্রন্থ। ২৪৩টি মূল শ্লোক। অতি সরল সংস্কৃত রচনা। কিন্তু সকল কৌতুহল তথা প্রশ্নকে ছাপিয়ে গেল একটি শ্লোক। কী অভ্রান্ত পারদর্শী সেই জ্ঞান, একমাত্র বিপুল অভিজ্ঞতা ও তার সারসংক্ষেপের দক্ষতা ছাড়া এমন তীক্ষ্ণ সরল মুক্তি আয়ত্ত হয় না। গ্রন্থের শুরুর দিকে শ্লোকটিতে বলা হয়েছে -

"কণ্ঠে কর্ণে চ হস্তে চ সুবর্ণ বিদ্যতে যদি।
উপবাসস্তথাপি স্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম।।"[১]

অর্থাৎ গলায় কানে হাতে যদি সোনার গয়নাও থাকে, তবু অন্যের অভাবে ব্যক্তিকে উপবাসের কষ্ট সইতে হয় - এই অকাট্য যুক্তির পরই গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করছেন কেন কৃষিই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ। বইটিতে তিনি সেই কৃষিকাজের প্রকৃষ্ট উপায়ই শিক্ষা দিতে বসেছেন। সেই কৃষিও আবার সুদূর অপরিচিত অন্য কিছুই নয়, একেবারে সরাসরি ধান্য কৃষি বা ধান চাষ।

পরাশর - 'কৃষকানাং হিতার্থায়' - কৃষকদের চাষবিধি শেখাচ্ছেন না। কৃষির যে সব প্রধান কাজ, সেই মাটি চষা, সেচ, ফসল কী ভাবে কাটতে, ঝাড়াই-বাছাই করতে হয়, কেমন ভাবেই বা তৈরি করতে হয় শস্য গোলা এসব বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেননি তিনি। আশ্চর্য সুন্দর অবতারনা দিয়ে তিনি পাঠককে নিয়ে যাচ্ছেন অন্যদুটি জায়গায়-মেঘ চেনা আর ফসল ওঠার পর কৃষক-গৃহস্থের কর্তব্য, অর্থাৎ শিক্ষা দিচ্ছেন অপেক্ষাকৃত কম আচরিত গভীরতর বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে।

'কৃষিপরাশর' গ্রন্থটিতে দুটি অংশ দেখা যায় একটি 'বৃষ্টিখণ্ডঃ' অপরটি 'কৃষিখণ্ডঃ'। তৎকালীন সময় থেকে আজ অবধি কৃষিক্ষেত্রে বৃষ্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষিক্ষেত্রে তথা উদ্যানচর্চায় আবহাওয়া, সূর্যালোক ও বৃষ্টি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে তা বলাই বাহুল্য। যথা সময়ের বৃষ্টি যেমন শস্য প্রাচুর্যতা আনতে পারে; তেমনি অসময়ের বৃষ্টি ব্যাপক থাকায় বৃষ্টিখণ্ড বিষয়টিতেও আলোচনার আবকাশ রয়েছে। বৃষ্টিখন্ডের শ্লোক সংখ্যা-৬৯টি। এই ৬৯টি শ্লোকেই মহর্ষি পরাশর বৃষ্টির বিষয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তৎকালীন কৃষিব্যবস্থায় বৃষ্টির গুরুত্ব কতখানি ছিল, তা বোঝাতে বৃষ্টিখণ্ডের শুরুতেই গ্রন্থকার বলেছেন -

"বৃষ্টিমূলা কৃষিঃ সর্বা বৃষ্টিমূলং চ জীবনম্।
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন বৃষ্টিজ্ঞানং সমাচরেৎ।।"[২]

অর্থাৎ বৃষ্টিই হল কৃষির মূল, জীবনেরও মূল বৃষ্টি। সুতরাং প্রথমে সমত্নে বৃষ্টিজ্ঞানের চেষ্টা করা উচিত। এই পর্বে শ্লোকের পর শ্লোক জুড়ে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিতে হয়েছে মেঘ অধ্যয়ন বিষয় শ্লোকগুলি। শ্লোকগুলি পাঠের মাধ্যমে বোধগম্য হয়, কেন রাজস্থানের মতো রাজ্যে আকাশকে 'হাক্‌রো' নামে ডাকা হয়। রাজস্থনী 'হাক্‌রো' শব্দের অর্থ 'সাগর'। যে মাটিতে নদী নেই সাগর নেই সে দেশে জলের আকার তো আকাশই। আকাশই তাদের সাগর। বঙ্গে বর্ষার স্থায়িত্ব যদিও ২ মাস মাত্র। তথাপি বছরের বাকি সময়েও কমবেশি বৃষ্টিপাত হতেই থাকে। কি করে মেঘ পড়া যায়, অর্থাৎ মেঘ দেখে কীভাবে বৃষ্টি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় সে উপায়। প্রায় পঞ্চাশটি শ্লোকের দ্বারা পরাশর বোঝাচ্ছেন আকাশের যে অক্ষর সেই গ্রহতারার সমন্বয় দিয়ে। বস্তুতঃ প্রথাগত শিক্ষায় তোতাপাখির মতো সিলেবাস সর্বস্ব পড়াশোনায় প্রকৃতিকে চেনার বা জানার অবকাশটুকু পর্যন্ত নেই। কাজেই সে সকল শিক্ষার্থীর কাছে এসব জাদুবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা, কু-সংস্কার -এর মতো লাগতে পারে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় মৌর্য আমল থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বহু বিদেশীদের আগমন ঘটেছিল। বিনা মানচিত্রে কীভাবে আসতেন তাঁরা? কী ছিল তাদের সমুদ্রে পথ চেনার দিশা? খনার বচনেও মেঘ দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা তা উক্ত হয়েছে -

"কী করো শ্বশুর লেখাজোখা/ মেঘেই বুঝবে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।/ মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
বলো চাষায় বাঁধতে আল, আজ না হয় হবে কাল।।"[৩]

প্রাচীন শাস্ত্রে লক্ষণ অনুযায়ী মেঘেদের চারটি নাম-আবর্ত, সংবর্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"এক দেশেন আবর্ত সংবর্ত সর্বতো জনম।
পুষ্করে দুষ্কর বারি দ্রোণে বহু জলা মহী।।"[৪]

এই প্রাথমিক লক্ষণ উল্লেখ করে মাসভিত্তিক বৃষ্টি হবে কিনা, কত পরিমান বৃষ্টি হবে, রোদ কেমন হবে, ফসলের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে সব কিছুই আলোচিত হয়েছে। এমনকি বৃষ্টি খন্ডে এও বলা হয়েছে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র সর্বদাই বর্ষণ করেন দশভাগ সমুদ্রে, পাঁচভাগ পর্বতে আর চারভাগ সমতল ভূমিতে। কৃষিখন্ডে ১৬৩টি শ্লোক পাওয়া যায়। যেখানে ধানচাষের খুঁটিনাটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। শুরুতেই গ্রন্থকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ করা মন্তব্য করেছেন -

"ফলত্যবেক্ষিতা স্বর্ণং-দৈন্যং-সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ।।"[৫]

সঠিকভাবে পরিচর্যা বা, দেখভাল করলে ক্ষেত সোনা উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়, অন্যথায় ঐ ক্ষেত দৈন্যতা ডেকে আনে। বাস্তবিকই সঠিক পরিচর্যা ছাড়া, অধ্যবসায় ছাড়া কৃষিখণ্ড পর্বে 'মহর্ষি পরাশর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কৃষিবিষয়ক মহামূল্যবান তথ্য তুলে ধরেছেন জনসমক্ষে। এই পর্বের আলোচ্য বিষয়গুলি হল-কৃষি বিষয়ে অন্যান্য মনীষীগণের উক্তি, বলদ/ যে সকল গবাদি পশুকে কৃষিতে নিয়োগ করা হবে, তাদের ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে গোবরসার প্রয়োগের উপায়, লাঙল করার সঠিক বিধি, বীজবপন পদ্ধতি, বীজ শোধন পদ্ধতি, চারারোপণ পদ্ধতি, ধান কাটার পদ্ধতি, আগাছা দূরীকরণ পদ্ধতি, জলপ্রদান ও জলনিকাশি ব্যবস্থাকরণ, কৃষিক্ষেত্রে (ধানের গোড়ায়) জল ধারণের উপায় বিষয়ে সু-পরামর্শ, মাসভিত্তিক সংস্কার পালন, ধান সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি। বস্তুতঃ যে কৃষি পদ্ধতির কথা এখানে বলা হচ্ছে - সেই জ্যৈষ্ঠে বীজ বপন করে মই দিয়ে মাঠের ঢেলা ভেঙে তৈরি জমিতে চাষ করে অঘ্রানে কাটা ফসলের অন্নপাক সকলের সঙ্গে মিল খেয়ে ধান গোলায় তোলা; তা আজও প্রচলিত বাংলার ধান্য কৃষি।

বস্তুতঃ একজন কৃষকের জীবন মৃত্তিকায় অবস্থিত বা মাইক্রোভ্সের উপরেই নির্ভরশীল। কেননা কৃষিতে এই জীবানুর ভূমিকা অপরিসীম। যেহেতু কৃষকের কাছে কৃষি পরম সাধনা, তাই কৃষির প্রভাবে যদি ঐ জীবানুর ক্ষতি হয়, তবে তা কৃষকের ক্ষেত্রে পাপতুল্যই বটে। তবে যেহেতু ঐ কৃষক কৃষিজাত ফসলের দ্বারা নিজের ও অন্যান্যদের জীবনধারণে সাহায্য করেন তবে ওই পাপের বিনাশ ঘটে পুণ্য লাভ হয়, এমনটাই পরাশর দাবি করেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে –

"কৃষিধন্যা কৃষির্মধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদিদোষযুক্ত্যেঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ।।"[৬]

কৃষিকর্ম প্রসঙ্গে পরাশর খুব মূল্যবান একটি উপদেশ দিয়েছেন। পঠন-পাঠন যেমন রাঁধুনীকেই করতে হয়, ঠিক তেমনি কৃষিকর্মে লোকের ওপরে ভরসা না করে নিজেকেই হাল ধরতে হয়। কৃষিকর্ম কোন সাধারণ বিষয় নয়, অনেক সাধনা, ধৈর্য্য, সৃজনশীল মানসিকতা ছাড়া এ কাজ অসম্ভব। কাজেই কৃষিকর্ম করার ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্তে নিজেকেই যোগদান করতে হয় -

"পিতুরন্তঃ পুরং দদ্যান্মতুর্দদ্যান্মহানসম্।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।।"[৭]

অর্থাৎ (প্রয়োজনে) পিতাকে ঘরের দায়িত্ব দিয়ে দাও। মাকে রান্নার দায়িত্ব দিয়ে দাও, যোগ্য কোন ব্যক্তিকে ঘরের গৃহপালিত পশুর দায়িত্ব দিয়ে দাও কিন্তু কৃষির দেখভালটা নিজেই করো। এ প্রসঙ্গে খনার বচনেও বলা হয়েছে–

"বাপ বেটায় চাষ চাই।
তার অভাবে সহোদর ভাই।।"[৮]

অর্থাৎ পরিবারের লোকজনকে নিয়েই চাষকরা ভালো। অন্যথায় অর্থলাভ অপেক্ষা অর্থ হানিই ঘটে। প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বরাহমিহির যে প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের পুরোধা ছিলেন, সে বিষয়ে গবেষকরা একমত। ঋষি পরাশর ও যে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ছিলেন একথা কৃষি-পরাশরের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় অনুমান করা যায়। যেমন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"হন্ত্যষ্ঠমী বলীর্বদান্নবমী শস্যঘাতিনী।
চতুর্থী কীটজননী পতিং হন্তি চতুর্দশী।।"[৯]

উক্ত শ্লোকটিতে লাঙল করার ক্ষেত্রে কিছু তিথিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতানুযায়ী অষ্টমী তিথিতে যদি লাঙল করা হয়, তা বলদের মৃত্যু ডেকে আনে, নবমী তিথিতে লাঙল করলে কৃষিজ ফসলের বিনাশ ঘটে, চতুর্থী তিথিতে লাঙল করলে সেবারের ফসলে পোকা লেগে নষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি এবং চতুর্দশী তিথিতে লাঙল করলে তা গৃহস্বামীর মৃত্যু ডেকে আনে। শুধুমাত্র লাঙল করাই নয় কৃষিকাজের সব ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ তিনি, দিবস রয়েছে যেগুলো মেনে চলার উপদেশ দিয়েছেন মহর্ষি পরাশর। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে বাংলার কৃষির ইতিহাস পুনর্গঠন করা কিছুটা সমস্যাজনক হলেও অসম্ভব নয়। কৃষি পরাশর গ্রন্থের বেশকিছু শ্লোকে তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত ধাতু সম্পর্কেও জানা যায়। তৎকালীন সময়ে তামা, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কৃষিপারাশর, গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য শ্লোকে তৎকালীন সময়ের উল্লেখযোগ্য পশু, পাখি, ফল-ফুল ও গাছ পালার কথা উল্লেখ করেছেন।

কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখির মধ্যে ইদুর, গরু, পিপীলিকা, ব্যাঙ, বিড়াল নকুল, সাপ, হনুমান, মথ, ময়ূর, ঝিঁঝিপোকা, পঙ্গপাল, ছাগল, শুকর, হরিণ, মহিষ, চড়ুই, টিয়া উল্লেখযোগ্য। ফল-ফুল-গাছ-গাছালির মধ্যে-কুন্দফুল, চন্দন, ডুমুর, আম, বট, সপ্তপর্ণী, শাল্মলী, গম্ভারী, নিম, সর্ষে, কপিত্থ, বেল, বাঁশ, নারকেল, আগাছা ও ঘাস উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : কৃষি-পরাশর গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত হল প্রসারণ উৎসব সম্পর্কে প্রাণবন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই উৎসব কৃষি বৎসরের শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে লাঙল চালন করার উৎসব। এই উৎসব কোন সময়ে, কীভাবে পালন করতে হবে সে সবকিছু সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও সুষ্ঠুভাবে কৃষিকর্ম সম্পাদনের জন্য আরও দুটি উৎসব পালনের ওপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। সে দুটি উৎসব হল 'বাল প্রসন্ন' ও অপরটি হল 'পুণ্যাহ'। নিঃসন্দেহে বলা চলে তৎকালীন সময়ে কৃষি ব্যবস্থাকে, কৃষিকাজকে অত্যন্ত গুরুত্বপ্রদান করা হত। আর তা হবে নাই বা কেন? আবহমান কাল থেকে বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান জনপদ। সুতরাং অধিবাসীদের ধ্যান-জ্ঞান কর্মকাণ্ড সব ছিল কৃষি-কেন্দ্রিক।

কৃষিকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা আবর্তিত হত। এজন্য সমকালীন কৃষিকে জানার বিকল্প নেই। বস্তুতঃ কৃষির ইতিহাসেই নিবন্ধ আছে তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সুতরাং নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে জানার জন্য কৃষি পরাশর গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক তথা নৈর্য্যক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। একশ্রেণীর সমালোচকের দাবি করেছেন যে কৃষিখণ্ডের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে ধান চাষের বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বস্তুতঃ অন্ন আমাদের প্রধান খাদ্য তাছাড়া ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেবার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে এসেই যায়। প্রায় একমাস যাবৎ নালন্দার গ্রন্থাগারটি আগুনে জ্বলছিল। ঐ অগ্নি-শিখায় কত মূল্যবান পুঁথি যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে তা সত্যি অবর্ণনীয়। হয়তো এই গ্রন্থের বেশ কিছু অংশ অথবা, কৃষি তথা উদ্যান বিষয়ক বহু গ্রন্থই ঐ রোষানলের কোপে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, যাদের কোন প্রতিলিপি আর নেই। তাছাড়া তৎকালীন সময়ে প্রাপ্ত বহু শিলালেখর যেমন পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠেনি; ঠিক তেমনি বহু গ্রন্থ তালপাতায় লেখা হয়েছিল, যেগুলি কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও হয়ত এরকমই কিছু ঘটেছিল। তবে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটুকু নিশ্চিত করে বলা চলে তৎকালীন কৃষি তথা উদ্ভিদবিদ্যা সুবিশাল উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। ঋক্‌বেদ, অথর্ববেদ কিংবা পুরাণে কৃষি তথা উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সেগুলি সরাসরি কৃষি বা উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। 'কৃষিপরাশরঃ' গ্রন্থটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই গ্রন্থে কৃষি বিষয়ক আলোচনাই কেবল দেখা যায়। খুব জোর দিয়েই বলা চলে এই গ্রন্থটি কৃষিবিষয়ক গাইড বুক স্বরূপ।

Reference:

১. পাণ্ডে, প্রোঃ রামচন্দ্র, কৃষি-পারাশরঃ, দিল্লী : মোতিলাল বণারসীদাস, 2002, প্রথম সংস্করণ, প্রাস্তাবিকম্, কৃষিমাহাত্ম্যম্, শ্লোক নং-৫. P. 17

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 652 - 657
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. পাণ্ডে, প্রোঃ রামচন্দ্র, কৃষি-পারাশরঃ, দিল্লী : মোতিলাল বণারসীদাস, 2002, প্রথম সংস্করণ, বৃষ্টিখণ্ডঃ, শ্লোক নং-1. P. 19

৩. ভট্টাচার্য্য, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ, বরাহমিহির ও খনা, কলকাতা : তারা লাইব্রেরী, 2016. প্রথম সংস্করণ, ঝড় ও বৃষ্টিগণনা, প্রবচন সংখ্যা-০২. P. ১৬১

৪. পাণ্ডে, প্রো, রামচন্দ্র, কৃষিপারাশরঃ, দিল্লী, মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২. প্রথম সংস্করণ, বৃষ্টিখণ্ডঃ, সংখ্যা-16, P. 23

৫. পাণ্ডে, প্রোঃ রামচন্দ্র, কৃষিপারাশরঃ, দিল্লী, মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২. প্রথম সংস্করণ, কৃষ্টিখণ্ডঃ, শ্লোক নং-১. পৃ. 36

৭. পাণ্ডে, প্রো, রামচন্দ্র, কৃষিপারাশরঃ, দিল্লী, মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২. প্রথম সংস্কর প্রাস্তাবিকম্, কৃষিমাহাত্ম্যম্, শ্লোক নং-৪. P. 18

৭. পাণ্ডে, প্রো, রামচন্দ্র, কৃষি-পারাশরঃ, দিল্লী : মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২. প্রথম সংস্করণ, কৃষ্টিখণ্ডঃ, শ্লোক নং-2. P. 36

৮. ভট্টাচার্য্য, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ, বরাহমিহির ও খনা, কলকাতা, তারা লাইব্রেরী, 2016. প্রথম সংস্করণ, শস্য সাফল্য, ধান্য, প্রবচন সংখ্যা-০৬. পৃ. ১৬৫

৯. পাণ্ডে, প্রো, রামচন্দ্র, কৃষি-পারাশরঃ, দিল্লী : মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২. প্রথম সংস্করণ, কৃষিখণ্ডঃ, শ্লোক নং-48. P. 44

Bibliography:

জগনু, ড. শ্রীকৃষ্ণ, চৌহান, ড. অনুভূতি, বর্ষাজ্ঞান গ্রন্থম্,বারাণসী:চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী, ২০১৮

জগনু, ড. শ্রীকৃষ্ণ, চৌহান, ড. অনুভূতি, বৃহৎ কৃষিপরাশরঃ বারাণসীঃ চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী।

নওয়াজ, আলি, খনার বচন কৃষি ও কৃষ্টি ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০১১

পাণ্ডে, প্রো. রামচন্দ্র, কৃষিপরাশরঃ দিল্লী : মোতিলাল বণারসীদাস, ২০০২

বসু শান্তিপ্রিয়, বাংলার চাষী, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১

ভট্টাচার্য্য, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ, বরাহমিহির ও খনা, কলকাতা : তারা লাইব্রেরী, 2016. প্রথম সংস্করণ, শস্য সাফল্য, ধান্য, প্রবচন সংখ্যা-০৬

মুখোপাধ্যায়, শ্রী দিলীপ, অথর্ববেদ সংহিতা, কলকাতা : অক্ষয় লাইব্রেরি, ২০১৭

Banerji, s. c. Aspects of Ancient Indian Life. Calcutta:University of Calcutta. 1972

Singh choudhary, Ravi. Rishi Intelligence. Jharkhand : Notion Press. 2023